দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1. FEB 1991
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৩

পলাশী ও পরীক্ষার ফল

সৈয়দ আলী কবীর

পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর ভাগ্য অস্তাচলে গেলো। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন ও শহীদ হলেন। তারপর থেকে বাঙ্গালী দু'শো চৌদ্দ বছর পর ১৯৭১ সালের সায়াহ্নে স্বাধীনতা ফেরত পেলো। ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে। প্রায় পোয়া শতাব্দী পাকিস্তানের অধীন থেকেছি। কিন্তু ইংরেজ আমাদের সমাজের ওপরতলার মানুষের মগজে একটা কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ইংরাজী ভাষাকে তোমরা ছেড়ো না। ওই ভাষাকে তোমাদের প্রাণে ধরে রেখো। ওকে পূজা করো। ইংরাজী ভাষার পক্ষে চারদিকে সৈনিক বসিয়ে দিয়ে গেলো। তাদেরকে বললো, ইংরাজী ভাষাকে তোমাদের ধ্যান-ধারণায় সমুন্নত রাখো। লড়াই করো ইংরাজী ভাষার জন্য। কিছু না হোক, ইংরাজী খবরের কাগজে ইংরাজীর সপক্ষে পত্রাঘাত করো। বলো ইংরাজী ভাষাকে শক্ত করে ধরে রাখবে। নইলে পড়ালিখা হবে না। মান-সম্মান যাবে। দেশের চাকা উল্টো দিকে যাবে, অর্থাৎ পশ্চাৎপদ হবে। বাংলার সপক্ষে যারা কথা বলে তারা রোমান্টিক, সেন্টিমেন্টাল, নির্বোধ। তারা তাদেরই মতো নির্বোধ যারা ইংরাজী ভাষাকে গত শতাব্দীতে গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেছিলো। যেন ইস্যুটা ভাষা, শিক্ষা নয়। অর্থাৎ ইংরাজীতে যা শিখছি, তা বাংলা ভাষায় শেখা যায় না। যেন বাংলার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার জগতে প্রবেশ করা যায় না। যেন জাপান বা কোরিয়ার মতো দেশ আধুনিক শিক্ষা জগতে ইংরাজী সাহায্য ছাড়া পৌছায়নি।

ভাষা সম্বন্ধে যে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলাম তার সদুত্তর দেশ দিতে পারছে না। দিলে দুটো পথের একটা বেছে নিতো। হয় দেশকে ইংরাজী ভাষার জোয়াল থেকে মুক্ত করতো। আর বাংলা ভাষাকে আধুনিক শিক্ষার জন্য সবদিক দিয়ে উপযোগী করতো। এখন অনেকখানি উপযোগী হয়েছে। বাংলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা ডিগ্রী পাচ্ছে। কিন্তু বাংলা এখনও উচ্চশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম হয়নি। ভালো বই পড়তে গেলে এখনও ইংরাজী গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ আমাদের দেশের সরকার ও সরকারের ভাষার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে বলে এখন উঁচুদরের বইয়ের অনুবাদ সাহিত্য তেমন গড়ে ওঠেনি।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বাংলায় চলছে। ভাগ্যিস চলছে। নইলে দেশের প্রশাসন অচল হয়ে যেতো। যেটুকু আছে তাও চলতো না। ইংরাজীতে খসড়া করো, ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে ঝগড়াঝাটি করো, তারপর খসড়াকে পাকাপাকিভাবে দাঁড় করাও। এইসব ব্যাপারে কত সময় নষ্ট হয় তা কল্পনা করা যায় না। এই ব্যাপারটা আজকের নয়। পাকিস্তান আমলেও এই সমস্যা ছিলো। এমনকি বৃটিশ আমলেও ছিলো, গুটিকয়েক মানুষ যারা শুদ্ধ ইংরাজী লিখতে পারতো তারাই সরকার চালাতো। আর বাকিরা ছিলো আজ্ঞাবাহক। তাদের বিকাশের সুযোগ ছিলো না, তারা সরকারী কাজে অবদান রাখতে পারতো না। অবদান রাখার শক্তির উৎস দুটো। একটা শিক্ষা ও আর একটা ভাষার ওপর দখল। দুটোর কোনটাই গুটিকয়েক মানুষের বাইরে কারও ছিলো না। কারণ উচ্চশিক্ষার বাহন ছিলো ইংরাজী।

ভাষা সম্বন্ধে আমাদের সমাজে একটা কুসংস্কার বজায় আছে। অনেকে বিশ্বাস করে যে, ভালো ইংরাজী জানলে সে ভালো বাংলা জানবে। কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে। তবে মনে করা হয় যে, ভালো বাংলা জানলে শুদ্ধ ইংরাজীও জানবে। এই কথাটা একেবারে বাজে। এর মধ্যে যথার্থতা নেই।

ব্যংগাত্মক টাইটেল দিয়ে লিখার সূচনা করেছি। পাঠককুল বলতে পারেন, তার মানেটা কি? দীর্ঘ অবতারণিকতা দিয়েছি। এবার বলি কখন ও কেন এই লেখার আইডিয়া মাথায় এসেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয় একটা বই আকারে। এবার যখন ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল দেখলাম, তখনই লেখাটা মাথায় এসেছিলো।

গড় পাসের হার মাত্র ত্রিশ শতাংশ বা অমনি কিছু। বহু ছাত্রছাত্রী মাত্র একটা বিষয়ে পাস না করার জন্য কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে। যারা এক বিষয়ে ফেল করেছে, তাদের নব্বই ভাগ পাস করেনি ইংরাজীতে। সেদিন মনে হয়েছিলো, হায় পলাশী যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। তারই অভিশাপ হিসাবে আজ যারা ইংরাজীতে পাস করেনি তারা পরীক্ষায় ফেল। ইংরাজী ভাষা যদি অন্তরায় না হতো তাহলে আমাদের পাসের হার হয়তো হতো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

হয়তো আরও বেশি হতো। কারণ ইংরাজীর পেছনে কালক্ষয় না করলে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি মন দিতে পারতো।

আমি ইংরাজীর বিপক্ষে বলছি না। যার ইচ্ছা ইংরাজী শিখুক। পরীক্ষায় সর্বস্তরে ইংরাজীকে ঐচ্ছিক ভাষা করুন। দেশময় কিণ্ডারগার্টেন-এ ছেয়ে দিন। কিন্তু যে ইংরাজীতে পাস করতে পারছে না, তার প্রতি আমরা অন্যায় করছি কেন? তার শিক্ষার প্রচেষ্টাকে নাকচ করছি কেন? এর উত্তর আমি জানি না। সেকি অন্য সব বিষয়ে পাস করেও ইংরাজী না জানলে একটা সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত হবে? যদি মনে করেন যে, সরকারের উচ্চ পদে চাকরির জন্য ইংরাজী অত্যাবশ্যকীয় তাহলে যাকে চাকরি দেয়া হচ্ছে তার ইংরাজীর জ্ঞানকে ভালো করে যাচাই করে নিন। চাকরি দেয়ার পরও, সরকারী কর্মচারী প্রশিক্ষণের সময় ইংরাজীর ওপর পৃথক কোর্স দিন। তার ফাংশনাল ইংরাজীর ভিতকে শক্ত করার জন্য। রাজা যদি চান যে রাজকর্মচারীর ভালো ইংরাজী জানা উচিত তাহলে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হোক, যাতে কর্মচারী ভাষায় সব্যসাচী হয়ে ওঠে।

আমরা মনে করি যে, ইংরাজীকে আমরা আমাদের শিক্ষার জন্য ধরে রাখবোই ও দেশের আপামর জনসাধারণকে ইংরাজী শেখাবোই, তাহলে দেশকে ভালো করে ইংরাজী শেখানোর ব্যবস্থা নিন। কথা ও কাজের মধ্যে সংগতি আনা হোক। সেখানে ফাঁকির অবকাশ নেই। সর্বপ্রথমে ইংরাজী শেখানোর জন্য দেশময় ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। গ্রামের স্কুলে তার প্রয়োজন খুবই বেশী। গ্রামে ইংরাজীর একজন ভালো শিক্ষক সহজে পাওয়া যাবে না। তাকে আকর্ষণীয় ভাতা দিয়ে সেখানে পাঠান। তার ফলে যদি অন্য শিক্ষকের মনোঃকষ্ট হয় তাহলে তা সামলান। একটা দশ বছরের পরিকল্পনা নিন ভালো করে ইংরাজীর ভিত্ তৈরী করার জন্য। একবার যদি ভিত্ হয়ে যায় তখন পরবর্তীকালে ইংরাজী শেখানোর লোকের অভাব হবে না। দেশে যারা ভালো ইংরাজী জানেন তাদের সাহায্য নিয়ে ও বিদেশ থেকে সাহায্য নিয়ে ইংরাজী শিক্ষকদের জন্য ক্র্যাশ কোর্স নিন। অন্তত তিন-চার মাসের কোর্সের প্রয়োজন হবে। এই কোর্স দেয়া হবে বিশেষ করে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের জন্য। তার লক্ষ্য হবে ইংরাজী ব্যাকরণের ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। নিজের মাতৃভাষার ব্যাপারে ব্যাকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে না। সেতো শৈশব অবস্থা থেকে কথার মাধ্যমে শিখছি। যাদের মাতৃভাষা ইংরাজী, ব্যাকরণ তাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে না। আমাদের করে।